ঢা.বি'র ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী

২৮ ও ২৯ মার্চ দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী (১৯৪৮-১৯৯৯) উৎসব। ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানটি রূপ নিয়েছিল হারিয়ে যাওয়া কাউকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দের প্রাণের টানে মিলন মেলায়। অনেকেই অনুষ্ঠানের প্রথম দিনেই বলে ফেলেছে 'বন্ধু কতদিন দেখি না তোমায়...'

৮ মার্চ ইসলামের ইতিহাস ও ংস্কৃতি বিভাগের একটি াকর্ষণীয় এবং জাঁকজমকপূর্ণ ালি বের হয়। র‍্যালিটি ড়ার গাড়িতে চড়ে, মাথায় া রঙের ফেস্টুন লাগিয়ে, ঞ্জি ও ক্যাপ পরে বিভাগের ান ও প্রবীণ ছাত্রছাত্রীরা রাজেয় বাংলা থেকে এসসি হয়ে, দোয়েল চত্বর র এসে কলাভবনে এসে শেষ র র‍্যালিটি। যা সকল পথিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ই আকর্ষণ করে।

, তারিখ আলোচনা সভা নুষ্ঠিত হয় ইস্কাটন রোডের বিয়াম অডিটোরিয়ামে সকাল ১০টা কে ১২টা পর্যন্ত। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ভিসি ধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী, প্রোভিসি জেড, এন, তাহমিদা গম এবং প্রক্টর নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ইসলামের ইতিহাস ও স্কৃতি বিভাগের যেসব শিক্ষক বিদায় নিয়েছেন তাদেরকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীসহ বর্তমানের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। ২৯ তারিখ দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজ অনুষ্ঠিত হয় ইসলামের ইতিহাস বিভাগেই। বিকাল ৪টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বাণিজ্য অনুষদের অডিটোরিয়ামে ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন এ্যলোমাইন এসোসিয়েশনের উদ্যোগে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পূর্বে (১৯৪৮-১৯৯৯) পর্যন্ত যারা বিভাগীয় প্রথম হয়েছে তাদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি সাদী মাহমুদ এবং ফাতেমাতুজ জোহরা তাদের মায়াবী সুর দ্বারা দর্শকদের পরিতৃপ্ত করে তুলেন। এছাড়া ইসলামের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও এককভাবে সংগীত পরিবেশন করেন। রাতে টিএসসির ক্যাফেটেরিয়ায় নৈশভোজের মাধ্যমে শেষ হয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী। এবার যাবার পালা। যাবার আগে প্রায় সকলেই হারিয়ে গিয়েছিল মাত্র দু'দিনের জন্য ক্যাম্পাসের নানা রঙের দিনগুলোতে। 'যেতে নাহি দিতে হয় তবুও যেতে দিতে হয়'– একথা মনে করেই সকলে বাড়ী ফিরেছে গভীর রাতে।

❑ টিটু ভূইয়া